بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৬ নভেম্বর, ২০২৬ মোতাবেক ০৬ নবুয়্যত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ, তোমরা কখনোই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করবে। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত তালহা (রা.) তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 'বায়রাহা' নামক বাগানটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করে বলেন, এটিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ; আমি এটি আপনার চরণে উৎসর্গ করছি।

সুতরাং আমাদের সামনে সাহাবীগণ এসব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এছাড়াও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এমন অনেক সাহাবী ছিলেন যাঁরা যখনই আর্থিক কুরবানীর কোনো আহ্বান করা হতো– কুরবানীর ক্ষেত্রে তাঁরা সবার চেয়ে অগ্রণী থাকতেন এবং নিজেদের সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে উপস্থাপন করতেন। আর এই উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি আজও আমাদের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এরপর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ আসে আর এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে তাঁর সাহাবীগণও কুরবানী করেছেন, কারণ তিনি সাহাবীদের মাঝে এসব কুরবানীর প্রকৃত চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, অকেজো ও নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করে কোনো মানুষ পুণ্যকর্ম করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দরজা অত্যন্ত সংকীর্ণ। অতএব এই বিষয়টি হৃদয়ে গেঁথে নাও– তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করে কেউই তাতে, অর্থাৎ পুণ্যের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা এ বিষয়ে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত সবচেয়ে পছন্দের ও সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহ্ তা'লার) প্রিয়পাত্র ও প্রিয়ভাজন হবার মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। যদি কষ্ট স্বীকার করতে না চাও এবং প্রকৃত পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও, তবে কীভাবে সফল ও কৃতকার্য হতে পারো? সাহাবীগণ যে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তা কি তাঁরা বিনামূল্যেই বা এমনিতেই পেয়ে গিয়েছিলেন? পার্থিব খেতাব বা উপাধি অর্জনের জন্য কত বিপুল অর্থ ব্যয় এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়! তারপরও বড়োজোর এমন এক সাধারণ খেতাব মেলে, যা থেকে মনের প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করা যায় না। তাই চিন্তা করে দেখো, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ (তথা আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট)-এর মতো খেতাব, যা হৃদয়কে সান্ত্বনা ও অন্তরকে প্রশান্তি দেয় এবং যা পরম দয়ালু খোদার সন্তুষ্টির নিদর্শন– তা কি এমনিতেই অনায়াসে লাভ হয়ে গেছে? আসল কথা হলো, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি– যা প্রকৃত আনন্দের উৎস– তা ততক্ষণ পর্যন্ত আদৌ অর্জিত হতে পারে না, যতক্ষণ না সাময়িক দুঃখকষ্ট সহ্য করা হয়। খোদাকে প্রতারিত করা যায় না। ধন্য তাঁরা, যাঁরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোনো কষ্টের পরোয়া করেন না; কেননা এই

ক্ষণস্থায়ী কষ্টের পরেই একজন মু'মিন চিরন্তন আনন্দ ও স্থায়ী প্রশান্তির জ্যোতি লাভ করে থাকে।

অতএব এটিই সেই চেতনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে সৃষ্টি করার উপদেশ দিয়েছেন এবং প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর এই বিষয়টি অনুধাবন করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণও কুরবানীর ক্ষেত্রে এতটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে (আ.) বলতে হয়েছে: আমি দেখছি, আমাদের জামা'তে এমন শত শত লোকও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যাদের দেহ ঢাকার জন্য পর্যাপ্ত কাপড়ও নেই, খুব কষ্টে তারা একটি চাদর বা পায়জামা জোগাড় করেন, তাদের কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই; কিন্তু তাদের সীমাহীন নিষ্ঠা, ভক্তি, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা দেখে হতবাক হতে হয়, হৃদয়ে এক গভীর বিস্ময় জাগে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তে যে উন্নতি ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, বর্তমান যুগে সারা বিশ্বে আর কারো মাঝে তা নেই। সুতরাং যাঁরা সরাসরি তাঁর (আ.) কাছ থেকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করেছিলেন, তাঁরা এই সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির সনদ লাভ করেছেন। কিন্তু এই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে যায় নি; নিশ্চিতভাবেই তা শেষ হয় নি। যেমনটি আমি বহুবার বলেছি, বরং প্রতি বছরই বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে থাকি যে, কীভাবে আশ্চর্যজনক ত্যাগ স্বীকার করে আহমদীরা জামা'তের চাহিদ পূরণ করার চেষ্টা করে থাকে। অতএব কুরবানীর এই চেতনা একজন আহমদীর মাঝে যতটা রয়েছে, অন্য কেউ তা রাখে না। আর এর একমাত্র কারণ হলো, এ যুগে তারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করেছে এবং তাঁর মিশনকে সফল করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। আমরা দেখতে পাই, যেমনটি আমি বলেছি, এই ধারাটি থেমে যায় নি বরং আজও চলমান রয়েছে। খলীফাগণ যখন বিভিন্ন তাহরীক (আহ্বান) করেছেন, তখন মানুষ চরম ত্যাগ স্বীকার করে এবং নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে সেগুলোতে অংশ নিয়েছে। তাদের ভালোবাসা ধনসম্পদের প্রতি ছিল না, বরং তাদের ভালোবাসা ছিল আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের প্রতি। তাদের মধ্যে দরিদ্ররাও রয়েছেন এবং মধ্যবিত্তরা রয়েছেন, আর সাধারণত এই শ্রেণির মানুষই কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে থাকেন। অধিক ধনী ব্যক্তিরা তো কখনো কখনো হিসাব-নিকাশের মাঝেই ডুবে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে; এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এক দিনার নিয়ে আসে এবং অপর এক ব্যক্তি এক লক্ষ দিনার নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন তিনি (সা.) বলেন, এই এক দিনার এক লক্ষ দিনারের চেয়েও এগিয়ে গেছে। কেননা এক ব্যক্তির কাছে দুই দিনার ছিল, সে তার মধ্য থেকেই একটি কুরবানী করেছে; পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তির কাছে লক্ষ লক্ষ দিনার ছিল এবং সেখান থেকে সে এক লক্ষ দিনার দিয়েছে। কাজেই কুরবানীর প্রকৃত চেতনা তার মাঝেই ছিল, যে নিজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কুরবানী করেছে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য অর্থও লক্ষ লক্ষ টাকার চেয়ে এগিয়ে থাকে। যা-ই হোক, জামা'তে কুরবানীকারী মানুষেরা হলেন তারা, যাদেরকে দুনিয়া চেনেও না আর বুঝেও না। তারা হাজার হাজার মাইল দূরে বসবাস করেন। অনেকেই এমন যারা কখনো খলীফাকে সরাসরি দেখেনও নি; এমটিএ (MTA)-এর মাধ্যমে কেবল ছবি দেখেছেন বা কণ্ঠস্বর শুনেছেন। তারা খুতবা শোনেন এবং নিজেদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকেন। তারা যুগ-খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কুরবানীর অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

অতএব এরাই হলেন সেসব মানুষ যাদেরকে আজ পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যাবে না। দুনিয়া এই মানুষগুলোকে চেনে না। এরা এমন মানুষ যারা বাহ্যত খুব একটা শিক্ষিত নন, কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষার গভীর চেতনা ও উপলব্ধি রাখেন এবং সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরবানী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যা বলেছেন, সে সম্পর্কে তারা পূর্ণ উপলব্ধি রাখেন– তা আর্থিক কুরবানীই হোক বা অন্য কোনো কুরবানী। এরা হলেন সেসব মানুষ যারা اَلْبِرّ (বা প্রকৃত পুণ্য) অর্জনের চেষ্টা করেন; অর্থাৎ এমন পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করেন যা অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পরম মার্গ এবং ধর্মের খাতিরে কুরবানীর চূড়ান্ত মার্গ। তাদের পুণ্য তাদেরকে অন্যের উপকার করার জন্য সর্বদা ব্যাকুল করে রাখে। তারা এমন পুণ্য সাধনের চেষ্টা করেন যা ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার কুরবানীর মানদণ্ড স্থাপনকারী। তারা এমন পুণ্যের চেষ্টা করেন যা তাদেরকে আনুগত্যের ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা ধর্মীয় শিক্ষামালার ওপর আমল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরবানীর উপায় খুঁজতে থাকেন– আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমি আমার কোন প্রিয় বস্তুটি উৎসর্গ করব? কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের আনুগত্য করব? তারা এই চেষ্টাই করেন যে, সৎকর্মে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে কীভাবে তাকওয়ার উচ্চতম মান নিশ্চিত করা যায়।

কাজেই, তারা এমন মানুষ যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস এবং যুগ-ইমামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রত্যেক পুণ্য লাভের জ্ঞান বা বুৎপত্তি অর্জনের চেষ্টা করেন, আর যারা এই উপলব্ধি বা জ্ঞান লাভ করেছেন, এরাই তারা– যারা সাহাবীদের জীবনের ঘটনাবলি যখন শোনেন; [*যেমনটি আমি বিভিন্ন খুতবায়ও বর্ণনা করেছি এবং বর্তমানে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত (আলোচনার) প্রাসঙ্গিকতায়ও অনেক সময় সাহাবীদের কথা চলে আসে*], তখন তারা সে অনুযায়ী আমল করারও চেষ্টা করেন। তারা যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করার চেষ্টা করেন, তেমনিভাবে সাহাবীদের আদর্শ দেখে সেগুলোর ওপরও আমল করার এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। অতএব, এগুলো কোনো সাধারণ বিষয় নয় যা মানুষের মাঝে আমরা দেখতে পাই। এরা এমন মানুষ যাদের দৃষ্টান্ত আমি প্রতি বছর তুলে ধরি (এবং) আজও তুলে ধরব; এরা নিজেদেরকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে কীভাবে বিভিন্ন কুরবানী করে থাকেন।

একটি দৃষ্টান্ত সম্পর্কে গুয়াদেলুপ (Guadeloupe)-এর মুরব্বী সাহেব লিখেছেন, সেখানকার একজন যুবক হলেন জন লিনকার সাহেব; কিছুদিন পূর্বে তিনি বয়আত করেছেন। তিনি (এবছর) প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় যোগদান করেন। এখানে আসার পর আমার সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং এতে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। এখানে এসে তিনি স্বচক্ষে দেখেন– জামা'ত কীভাবে কাজ করে। যখন তাকে বলা হয়, জামা'তের একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনাও রয়েছে, কোন কোন খাতে চাঁদা দিতে হয় এবং চাঁদার অর্থ কীভাবে খরচ করা হয়; পূর্বে স্থানীয় মিশনারি হয়ত তাকে এ বিষয়ে বলে থাকবেন, কিন্তু এখানে এসে স্বচক্ষে দেখলে মানুষ যতটা উপলব্ধি করতে পারে কেবল (শুনলে) ততটা বোঝা যায় না। কী কী কুরবানী করা হচ্ছে এবং ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে কী কী কাজ চলছে– বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখলেই তা অনুধাবন করা যায়; জামা'ত কোথায় কোথায় মসজিদ নির্মাণ করছে,

স্কুল বানাচ্ছে, মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করছে, মোবাল্লেগ প্রেরণ করছে এবং জামেয়া প্রতিষ্ঠা করছে। কাজেই, এসব কুরবানীর ব্যয়ের খাত সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, আমি জলসা সালানায় স্বচক্ষে দেখেছি, জামা'ত কীভাবে এসব অর্থ আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করে। আমি যদি এই জলসায় যোগদান না করতাম, তাহলে আমার পক্ষে এই ব্যবস্থাপনা বোঝা হয়ত এতটা সহজ হতো না; কিন্তু এখন যেহেতু আমি নিজে বাস্তবিক অর্থেই সবকিছু দেখেছি, তাই আমার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাহরীকে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করেন। মুরব্বী সাহেব লেখেন, এই ঘটনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ও ঈমানোদ্দীপক দিক রয়েছে আর তা হলো, যখন তাহরীকে জাদীদের বছরের শেষ সময় অর্থাৎ শেষ দিনটি আসে, তখন আমি মানুষকে আর্থিক কুরবানীর ওয়াদা পরিশোধের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি। সেই সময় তিনি নিজে আমার কাছে আসেন এবং **ছয় ইউরো** দেন এবং বলেন, এই অর্থ আমার ছয় বছর বয়সী ছেলে অ্যারনের পক্ষ থেকে; (এটি) তাহরীকে জাদীদ খাতে জমা করে নিন। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলেকে তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে বুঝিয়েছিলাম যে, জামা'তে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আর্থিক কুরবানী উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার ছেলেকে পার্কে দোলনা ইত্যাদিতে চড়ানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিলাম, যেখানে টিকিট কাটতে হয় এবং অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু আমি যখন তাকে নিয়ে যেতে উদ্যত হই, তখন আমার ছয়-সাত বছরের ছেলেটি আমাকে বলে, আপনি তো আমাকে খোদা তা'লার পথে কুরবানী দেবার গুরুত্ব বুঝিয়ে থাকেন এবং বিভিন্ন কথা বলেন; আজ আমিও আপনার সাথে এতে যোগদান করব। আমি আজ দোলনায় চড়ব না, আপনি এই অর্থ আমার পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে জামা'তকে দিয়ে দিন। কাজেই, ছয়-সাত বছরের একটি শিশু নিজের আনন্দ ও বিনোদনকে বিসর্জন দিয়ে ছয় ইউরো পাঠিয়েছে। কারো কারো কাছে হয়ত এটি সামান্য অর্থ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই শিশুটির পক্ষ থেকে এটি এক মহান কুরবানী, যে (কুরবানীর) এই চেতনাকে অনুধাবন করতে পেরেছে। মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়। ধন্য সেই পিতা যিনি একজন নবাগত আহমদী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সন্তানকে এমন সুন্দর তরবিয়ত করেছেন যে, তার মাঝে আর্থিক কুরবানীর চেতনা সৃষ্টি হয়েছে!

একইভাবে কুরবানীর আরেকটি ঘটনা রয়েছে গিনি কোনাক্রির (Guinea-Conakry)। সেখানকার একজন নিষ্ঠাবান আহমদী হলেন তোলা সাহেব। তিনি কয়লা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং খুবই দরিদ্র একজন মানুষ। তিনি তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লিখিয়েছিলেন ৩০ হাজার গিনি ফ্রাঙ্ক। তিনি বলেন, আমার মেয়ের বিয়ে ছিল এবং সেজন্য আমি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলাম। এরই মধ্যে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে মোয়াল্লেম সাহেব আসেন এবং স্মরণ করান। আমি চিন্তা করি, আমার কাছে তো মাত্র ৩০ হাজার গিনি ফ্রাঙ্কই আছে, যা আমি মেয়ের বিয়েতে খরচ করার জন্য রেখেছি; এখন কী করি? তখন আমার মনে হয়, ধনসম্পদের ভালোবাসার চেয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা বেশি প্রয়োজন; আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের খাতিরে আমার কুরবানী করা উচিত। তিনি বলেন, আমি সাকুল্য অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই। তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লার এমন অনুগ্রহ বর্ষিত হয় যে, আমার এক ছেলে– যে দীর্ঘদিন পূর্বে ফ্রান্সে

যাবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল এবং যার কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না, এমনকি এত দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছিল যে, নাউযুবিল্লাহ্, আমরা ধরে নিয়েছিলাম সে হয়ত পথিমধ্যে কোথাও মারা গেছে এবং আমরা তার (গায়েবানা) জানাযাও পড়েছিলাম; হঠাৎ একদিন তার ফোন আসে আর সে জানায়, আমি ফ্রান্সে পৌঁছে গেছি এবং আরও বলে, আপনাদের খরচের জন্য আমি একটি মোটা অঙ্কের অর্থ আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। তিনি বলেন, এই ঘটনায় আমার ঈমান অনেক বেড়ে যায়; এই চাঁদা দেবার কল্যাণে একদিকে আমি আমার হারানো ছেলেকে ফিরে পাই যার কোনো হদিশ আমরা পাচ্ছিলাম না, আর অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লা বহুগুণ বর্ধিত করে আমাকে অর্থও ফিরিয়ে দেন। এটিও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিরই বাস্তবায়ন, যার দৃশ্য আমি স্বচক্ষে অবলোকন করি।

একইভাবে নাইজারের আমীর সাহেব বলেন, তাহুয়া (Tahoua) অঞ্চলের বারনি কনি (Birni N'Konni) ডিপার্টমেন্টের এলাকায় অনেক বছর ধরে জামা'তের মিশন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর আশেপাশে অনেক জামা'ত আছে। বিগত দুই বছর ধরে এই এলাকায় সন্ত্রাসীদের আক্রমণ হচ্ছে। এসব অঞ্চলের পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আজকাল আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে ব্যাপক সহিংসতা বিরাজ করছে। এজন্যও দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন সেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেন।

আফ্রিকার অনেক দেশ রয়েছে যেখানে বর্তমানে এ ধরনের অশান্তি ও সহিংসতা বিরাজ করছে। যাহোক, তিনি বলেন, সেখানে আক্রমণও হয় এবং সরকার সেসব এলাকায় যাতায়াত বন্ধ করে রেখেছে। সেই গ্রামগুলোতে সন্ত্রাসীরা আহমদীদের কয়েকটি জামা'তের ধনসম্পদ, শস্য ও গবাদি পশু লুট করে নিয়ে গেছে। তারা হামলা চালিয়ে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে; এতে সেখানকার আহমদীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গ্রামবাসীদের কাছে তো এটুকু সহায়-সম্পত্তিই থাকে, সামান্য কিছু জমি থাকে, তাতে কিছু চাষাবাদ করে এবং সেই কৃষিকাজ থেকে সামান্য খাদ্যশস্য পায়, তা দিয়েই জীবনধারণ করে কিংবা গবাদি পশু পালন করে। যাহোক, তারা (তথা সন্ত্রাসীরা) একাধিক হামলা করে সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। জামা'তগুলো অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। সবসময় তাদের জানমালের ঝুঁকি রয়েছে। অন্য কোথাও চলে যাওয়াও তাদের জন্য কঠিন; কোথায় যাবে তারা? কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও সেই এলাকার জামা'তগুলো তাহরীকে জাদীদ এবং জামা'তের অন্যান্য তাহরীকে বা চাঁদায় অংশ নিচ্ছে এবং নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করছে। তিনি বলেন, আমাদের মোয়াল্লেম ও মুরব্বীগণ সেইসব জামা'তে যেতে পারছিলেন না; কারণ সরকারও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল। রাস্তায় বেশ কয়েকটি চেকপোস্ট পার হতে হতো, সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো এবং এরপর তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হতো। যাহোক তিনি বলেন, চাঁদা আদায় করা বাহ্যত দুষ্কর মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় লোকেরা, [*সেই গ্রামের লোকেরা*] নিজেরাই মোয়াল্লেম সাহেবের নিকট সংবাদ পৌঁছান যে, আমরা চাঁদা আদায় করেছি আর যখনই কোন (অনুকূল) পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তখনই আমরা স্বয়ং আপনার নিকট (চাঁদার আদায়কৃত অর্থ) পৌঁছে দেবো। মোটকথা, সেই জামা'তগুলো তাদের ওয়াদাসমূহ কেবল পূরণ করে নি বরং তাদের পক্ষ থেকে যখন চাঁদা মিশন হাউজে পৌঁছায়, [*তখন দেখা গেল*] তা পূর্ববর্তী বছরগুলোর চেয়েও বেশি ছিল। এমন পরিস্থিতে এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি, চরম দারিদ্রাবস্থা, লুটতরাজও চলছে, এসব লোক যা আয় করে, তা থেকে সন্ত্রাসীরা লুট করে নিয়ে যায়। তবুও আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য এরা

সদা প্রস্তুত। সবসময় প্রস্তুত হয়ে বসে আছে; বরং বলা উচিত, সম্পূর্ণ উদ্যম সহকারে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

নারীদের পক্ষ থেকেও কুরবানীর বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

নাইজারের একজন মোবাল্লেগ বলেন, সেই এলাকার একটি গ্রাম হলো গাডাম্বাগো। সেখানে একজন আহমদী নারী রয়েছেন, তার নাম আমাও ইবরাহীম সাহেবা। প্রতিবছর যখন মুরব্বী সাহেব ফসল কাটার মৌসুমে চাঁদা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান এবং তাদের ফসল যখন ঘরে ওঠে, তখন তার স্বামী হিসাব করে বাজরার ফসল পণ্য হিসেবে দিয়ে দেন। এটাই তাদের আয়ের উৎস। তিনি বলেন, প্রতিবছর এমন হয় যে, স্বামী হিসাব করে অর্ধেক বা পৌনে এক বস্তা শস্য দেন। কিন্তু স্ত্রী তাকে বাধা দিয়ে বলেন, জামা'তকে দিতে হবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দিতে হবে, তাহলে আবার কার্পণ্য কীসের? এরপর তিনি নিজের ঘরের জন্য রাখা শস্য থেকে কিছু শস্য যোগ করে পুরো এক বস্তা, অর্থাৎ ১০০ কেজি পূর্ণ করেন। [*মহিলা বলেন*,] এটি ভালো দেখায় না যে, জামা'তকে আমরা অর্ধেক বা পৌনে এক বস্তা শস্য দেবো। এভাবে প্রতিবছর তিনি নিজের ঘরের খরচের জন্য রাখা শস্য থেকেও তাতে যোগ করে দেন। এটি সেই নারীদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত, যারা বাহ্যিকভাবে হয়ত শিক্ষিত নন, কিন্তু তাদের মধ্যে কুরবানীর প্রেরণা রয়েছে; তারা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের ঈমান সুদৃঢ়। তিনি বলেন, বিষয়টি শুধু এমন নয় যে, আমি দিয়ে দিলাম, ব্যাস, কাজ শেষ হয়ে গেল, ১০০ কেজি পূর্ণ হয়ে গেল, জামা'তের সেবা করা হয়ে গেল! তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লাও কীভাবে পুরস্কৃত করেন– তা দেখুন। এরই বরকতে আল্লাহ্ তা'লা এ বছর আমাকে হজ্জ করার তৌফিকও দান করেছেন। তিনি বলেন, আমার তো মনে হয়, প্রতি বছর শস্য দিয়ে যে বস্তাটি পূর্ণ করতাম, আমার হজ্জ করে আসার পেছনেও এসবই আল্লাহ্‌র বরকত হিসেবে কাজ করেছে।

অনুরূপভাবে আর্জেন্টিনার মুরব্বী সাহেব লেখেন; এটি দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ, আমরা আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় চলে যাচ্ছি; তিনি বলেন, সেখানে নাসের মার্কুইনোস কুইনাস সাহেব নামে একজন ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি আর্জেন্টিনার প্রথম আহমদী। তিনি একটি জাতীয় পত্রিকার একজন সুপরিচিত সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে তিনি প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছেন এবং নিজ অসুস্থতার কারণে বাইরে বের হওয়াও তার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তার একজন ছেলেও প্রতিবন্ধী। এ কারণে তাদের পরিবারকে স্থায়ীভাবে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে সুস্থতা দান করুন এবং তাদের সমস্যাগুলোও দূর করে দিন। *যাহোক, তিনি বলেন*, সামান্য একটি পেনশনের ওপরই তার সংসার চলে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতি আসে যে, ওষুধ বা চিকিৎসার জন্যও তার কাছে টাকা থাকে না, অর্থের সংস্থান হয় না। যাহোক, মিশনারি সাহেব বলেন, তাদের এ পরিস্থিতির কারণে আমি দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম যে, তাকে আর্থিক কুরবানীর জন্য উদ্‌বুদ্ধ করব কি না এবং চাঁদার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি না; তার পরিস্থিতিই এমন নাজুক ছিল। কিন্তু এই নবদীক্ষিত আহমদীর প্রতিক্রিয়া কী ছিল? তিনি বলেন, যখন তাহরীকে জাদীদের সময় এলো তখন আমি তাকে বললাম, আপনার পরিস্থিতি তো এমন নয় যে, [*আপনি চাঁদা দিতে পারবেন*]। তবে আপনি যদি বরকতের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু চাঁদা দিতে চান এবং এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে তা আপনার ইচ্ছা। এ কথা শোনার কয়েক দিন পর উক্ত ব্যক্তি নিজেই যোগাযোগ করেন এবং জানান, আমি জামা'তের অ্যাকাউন্টে চাঁদার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখলে পরে জানা গেল, তিনি

২৫ ডলার অর্থাৎ আমেরিকান ২৫ ডলার পাঠিয়েছেন। যদিও এটি সামান্য পরিমাণ অর্থ, কিন্তু তার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি ছিল অসাধারণ কুরবানী। তার পরিবারের মধ্যে তিনিই একমাত্র আহমদী। পরিবারের পক্ষ থেকেও তার ওপর চাপ দেওয়া হয় যেন তিনি জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। কিন্তু এ ব্যক্তি সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের বয়আতের অঙ্গীকারে অবিচল রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরবানীকারীদের ঈমান বৃদ্ধির দৃশ্যও আমাদের দেখান যে, কীভাবে তিনি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরও দৃঢ়তা দান করুন।

বেনিনের ক্লাভি অঞ্চলের মোবাল্লেগ মুজাফফর সাহেব লেখেন, টোকোপো মালিক সাহেব খ্রিষ্টধর্ম থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তার একটি ছোটো দোকান রয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমার কাছে ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক ছিল। ঠিক সেদিনই স্কুল কর্তৃপক্ষ তার মেয়েকে স্কুল থেকে বের করে দেয় এবং বলে, আগে বেতন নিয়ে এসো, তারপর তোমাকে স্কুলে আসতে দেওয়া হবে। কারণ, বেতন জমা দেবার নির্ধারিত তারিখ পার হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, তিনি বলেন, মেয়ে আমার কাছে এলো। আমি স্কুলের বেতন দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় মিশনারি সাহেবও এসে উপস্থিত হলেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। তখন আমার সামনে একসঙ্গে দুটি বিষয় এসে দাঁড়াল। একদিকে মেয়ের স্কুলের বেতন, যার কারণে তার পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি হতে পারত এবং তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছিল; অন্যদিকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা। তখন আমি মেয়েকে বললাম, এই মুহূর্তে আমার কাছে এই কয়টি টাকা রয়েছে। একদিকে তোমার পড়াশোনা ও শিক্ষার বিষয়, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করার বিষয়। তাই আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে তোমার স্কুলের বেতন দেবার জন্য যে টাকা রেখেছিলাম, তা আমি আল্লাহ্‌র পথে দিয়ে দিচ্ছি। তিনি বলেন, যাহোক, আমি তাহরীকে জাদীদের এই চাঁদা পরিশোধ করে দিলাম। মিশনারি সাহেব চাঁদা নিয়ে চলে যাবার পর [তিনি বলেন] সেদিন অস্বাভাবিকভাবে ক্রেতারা আসতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে দুই লাখেরও বেশি ফ্রাঙ্ক সিফার পণ্য বিক্রি হয়ে গেল এবং এতে বেশ ভালো মুনাফা হলো। সেই অর্থ দিয়ে তিনি সেদিনই তার মেয়ের স্কুলের বেতনও পরিশোধ করে দেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি তো এটাই বিশ্বাস করি যে, চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবে আমার এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন এবং অসাধারণ সাহায্য করেছেন, বিক্রিরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লাও বলেন, যখন তোমরা নিজেদের প্রিয় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো, তখন আমি তা ফিরিয়ে দিই এবং বহুগুণ বাড়িয়ে দিই; এমনকি সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিই। এভাবে আমরা নতুন আহমদীদের মধ্যেও কুরবানীর এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অনুরূপভাবে সুইডেনের তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারি সাহেব লিখেছেন; ইউরোপেরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে; একজন বন্ধু জানিয়েছেন, তাহরীকে জাদীদের জন্য আমার প্রতিশ্রুত চাঁদার পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ১৪০ সুইডিশ ক্রোনা। আমার মনে হলো, এতে আরও কিছু বৃদ্ধি করি এবং এই তাহরীকে সারা বছর ধরে নিয়মিত অর্থ জমা করতে থাকব, যেন আমি আমার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ তাহরীকে জাদীদে প্রদান করতে পারি। তিনি বলেন, আমি চিন্তা করলাম, নিয়মিতভাবে তা পরিশোধ করতে থাকব। কারণ, একসঙ্গে পুরো টাকা দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন, আমার মনে হলো, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে আমি আমার ওয়াদার পরিমাণ ৫০ হাজার লিখিয়ে দিই। এ বিষয়ে তিনি আমার

কাছেও দোয়ার জন্য লিখেছেন। *যাহোক, এটি সেই আহমদীদের উদ্দীপনা যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার আয় বৃদ্ধি করে দেন– এ জন্য দোয়াও করেন।* তিনি বলেন, এ উদ্দেশ্যে আমি দুই রাকআত নফল নামাযও পড়তে শুরু করি যেন কোনোভাবে আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারি। *কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তি তো এমন কাজ করতে পারে না। এই পার্থিব ও দুনিয়াদার দেশগুলোতে বসবাস করেও কেবল একজন আহমদীই এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন যে, তিনি এ উদ্দেশ্যে দুই রাকআত নফল নামায পড়ছেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে আর্থিক কুরবানীর ওয়াদা পূরণের তৌফিক দান করেন।* যাহোক, তিনি বলেন, আগে আমার যে ছয় হাজারের কিছু বেশি চাঁদার ওয়াদা ছিল, সেটিই আমি কষ্ট করে পূরণ করতাম। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না, এত বড়ো অঙ্কের টাকা কোথা থেকে পূরণ হবে। ওয়াদা লিখিয়ে দেবার কয়েক মাস পর এমন হলো যে, আমার কোম্পানিতে আমার কেনা শেয়ারগুলোর বিপরীতে লভ্যাংশের টাকা পেলাম। তিনি বলেন, সেই টাকা থেকে প্রথমে নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে পুরো চাঁদা পরিশোধ করলাম। আমার ধারণাতেও ছিল না যে, কোনো লভ্যাংশ পাব এবং তা দিয়ে আমার ওয়াদা পূরণ হয়ে যাবে। এরপর তিনি বলেন, আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম, সেখানে চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা আমার সঙ্গে আরও একটি অনুগ্রহ করলেন। কোম্পানিটির লোকসান হতে শুরু করল এবং কোম্পানি ৩০০জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিল। আমাকেও এক মাসের নোটিশ দেওয়া হলো। কিন্তু এরপর আল্লাহ্ তা'লার কুদরতে আমার কাজ এমনভাবে হলো যে, নোটিশের মেয়াদ শেষ হবার আগেই আমি নতুন একটি চাকরি পেয়ে গেলাম, আমি বেকার বসে থাকি নি। অথচ অন্য লোকেরা এখনো চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কীভাবে এই চাকরি পেলে? তা-ও আবার আগের চেয়ে ভালো চাকরি! এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার পথে সদুদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করার কারণেই হয়েছে। তিনি বলেন, আমার তো এটাই বিশ্বাস।

মরিশাসের মুহসিন রামজিত সাহেব বলেন, আমি চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদিও এই সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল; ভালো একটি চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল না। আমার পেশাগত জীবনও ভালো ছিল এবং চাকরিটিও ছিল স্থিতিশীল। যাহোক, তিনি এই চিন্তা করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, আমি ব্যাবসা করব। কারণ, আমি পরিবারের সদস্যদেরও সময় দিতে পারছি না এবং জামা'তকেও সময় দিতে পারছি না। *তার নিয়তও ভালো ছিল।* তিনি বলেন, আমি ব্যাবসা শুরু করলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাতে বরকত দান করলেন এবং প্রথম যে গ্রাহক পেলাম, তার কাছ থেকেই আমার বেশ ভালো মুনাফা হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, এই প্রথম উপার্জন থেকে আমরা তাহরীকে জাদীদের এই বরকতময় স্কিমে আমাদের নিয়মিত চাঁদা ছাড়াও অতিরিক্ত ৭৫ হাজার মরিশাস রুপি দিয়ে দিই। এটি আমাদের জন্য অনেক বড়ো একটি কুরবানী ছিল। *তার কোনো নির্ধারিত আয় ছিল না। ব্যাবসার ভবিষ্যতও ছিল অনিশ্চিত।* কিন্তু যাহোক, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করলাম। *এমন অনুভূতি কেবল সেই ব্যক্তির মধ্যেই সৃষ্টি হতে পারে, যার আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রয়েছে এবং এ কথার ওপরও বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে যদি সৎ নিয়তে ত্যাগ স্বীকার করা হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই তা বহুগুণ বাড়িয়ে ফিরিয়ে দেন।* যাহোক, তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লার পথে কৃত কুরবানী কখনো বিফলে যায় না। তাই আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এমন অনুগ্রহ করলেন যে, *তিনি যে ছোটোখাটো ব্যাবসা করছিলেন,*

তা তো চলছিলই; পাশাপাশি একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে একটি উচ্চপদে চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি বলেন, এই পদের জন্য আমি কখনো আবেদনও করি নি এবং সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কখনো যোগাযোগও করি নি। তারা নিজেরাই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং আমাকে এই চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে। এরপর তিনি বলেন, তখন আমি উপলব্ধি করলাম, আমার মাসিক মূল বেতনে যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে, তা আমার আগের চাকরির বেতনের তুলনায় ঠিক ৭৫ হাজার রুপি বেশি। অর্থাৎ আমি যে অতিরিক্ত চাঁদা দিয়েছিলাম, সেই পরিমাণই। যখন আমি একটি স্থায়ী আয়ের উৎস ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখনই ৭৫ হাজার রুপি কুরবানী করেছিলাম। আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করে সেই ৭৫ হাজার রুপি ফিরিয়েও দিয়েছেন এবং তা নিয়মিতভাবেই দিয়ে যাচ্ছেন। অথচ সেই সময় তো তার সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সম্পদের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেন নি; বরং আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, যাহোক, আমার তো মনে হয়, এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ; এর ফলে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে নিষ্ঠার সঙ্গে কুরবানী করা হলে তা কখনো বিফলে যায় না।

এরপর আরও অনেক মানুষ এসব ঘটনাও লেখেন যে, আমরা আর্থিক কুরবানী করি এবং এরপর দোয়া করি। দোয়ার জন্য তারা আমার কাছেও নিয়মিত লিখতে থাকেন। আর এসব ত্যাগের কারণে তাদের যেসব কাজ বিগড়ে গিয়েছিল, সেগুলোর অনেকগুলোই ঠিক হয়ে যায় এবং যেসব সন্তান বিগড়ে গিয়েছিল, তাদের সংশোধন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানীকে কেবল আর্থিকভাবে পূর্ণ করে দেন না বরং তাদের সন্তানদের চারিত্রিক ও ধর্মীয় তরবিয়তেরও ব্যবস্থা করে দেন।

কানাডা থেকেও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ন্যাশনাল সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ জানান, জনৈক বোন– যিনি নিজের নাম প্রকাশ করতে চান না– সবসময় তাহরীকে জাদীদে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ করে আসছেন। গত বছর আমি যখন তাহরীকে জাদীদের খুতবা দিয়েছিলাম, তখন তাতে আমি হযরত আম্মাজান (রা.)-র উদাহরণ দিয়ে বলেছিলাম, তাহরীকের ঘোষণা হবার সাথে সাথে শুরুতেই তিনি নিজের ওয়াদা লিখিয়ে দিতেন এবং তা পূর্ণও করে দিতেন। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি ভাবলাম যে, আমিও এর ওপর আমল করব। এই ভেবে তিনি নিজের ওয়াদা দ্বিগুণ করে লিখিয়ে দেন এবং তা পরিশোধও করে দেন, যা তার দুই মাসের বেতনের সমান ছিল। তিনি বলেন, কিন্তু এরপর আমি আল্লাহ্ তা'লার বরকতও প্রত্যক্ষ করেছি–মনে হলো যেন আমি কোনো গুপ্তধন পেয়ে গেছি। আমাদের অনেকগুলো কাজ আটকে ছিল; সেগুলোর মধ্যে একটি এরূপ ছিল যে, দুই বছর ধরে আমরা বাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু তা বিক্রি হচ্ছিল না; সেটি তাৎক্ষণিকভাবে এবং বেশ ভালো দামে বিক্রি হয়ে যায়। অন্য জায়গায় নতুন বাড়ি কেনারও তৌফিক লাভ হয়। আরও অনেক কাজ ছিল যেগুলো আটকে ছিল, সেগুলোও সমাধান হয়ে যায়। তিনি বলেন, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, এই (চাঁদার) বরকতের কারণেই আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর এ অনুগ্রহ করেছেন।

একইভাবে রাশিয়ার মোবাল্লেগ ইনচার্জ জানান, আলুবেক মির্জায়েভ (Ulugbek Mirzayev) সাহেব একজন নিষ্ঠাবান ও কুরবানীকারী আহমদী। তিনি বলেন, একদিন জুমুআর নামাযের পর তিনি আমাকে বেশ ভালো অঙ্কের একটি অর্থ দিয়ে বলেন, এটি আমার

পক্ষ থেকে চাঁদা। তখন আমি তাকে বললাম, আপনার তো কোনো বকেয়া নেই। উত্তরে তিনি জানান, ছুটিতে তিনি যখন নিজের পৈতৃক দেশে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে মস্কোয় ফিরে আসার পর অন্যান্য বিদেশি যাত্রীদের সাথে তাকেও বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। এর আগে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা বাহ্যত খুবই সামান্য অজুহাতে অনেক লোককে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে এই দেশে প্রবেশ করতে দেয় নি। তিনি বলেন, এ কারণেই আমার মনে খেয়াল আসে, খোদা তা'লার পথে ব্যয় করলে সবসময় কাজে সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হয়; যখন থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, তখন থেকেই আমি এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে আসছি। তিনি বলেন, আমার অভিজ্ঞতা তো এটিই। কাজেই আমি মনে মনে অঙ্গীকার করি, আমাকে যদি ফেরত পাঠানো না হয়, তবে নিজের দেশে ফেরার টিকিটের পেছনে যত টাকা খরচ হয়, ঠিক সমপরিমাণ অর্থ আমি খোদা তা'লার পথে দান করব। যাহোক, তিনি জানান, পরিশেষে এ ফলাফল দাঁড়ায় যে, ক্লিয়ারেন্স কর্মকর্তারা আমাকে ছেড়ে দেয়; অথচ আমার চেয়ে অনেক ভালো কাগজপত্র ও তথ্যাদি থাকা সত্ত্বেও অন্য অনেককে তারা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, তাই আমি চাঁদার এই অর্থ দিচ্ছি যা আমার টিকিটের পেছনে খরচ হবার কথা ছিল; আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমি যে ওয়াদা করেছিলাম, সেই ওয়াদা অনুযায়ী তা পূর্ণ করছি।

এই ঈমান কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের কাছে বয়আত করার কারণেই মানুষের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ, তিনি যে ওয়াদা করেছেন, তা নিজের মন থেকে করেছেন এবং ভুলে যান নি; আর তার এই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখছেন, তাই আমাকে এই ওয়াদা পূরণ করতেই হবে। এর আর কোনো সাক্ষী নেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী আছেন, তাই তিনি তা পূর্ণও করে দিয়েছেন।

একইভাবে জার্মানিরও একজন বন্ধু আছেন। তিনি বলেন, আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে ট্যাক্স অফিসের পক্ষ থেকে ৫০ হাজার ইউরো পরিশোধ করতে হয়েছিল। তিনি জানান, আমরা তাহরীকে জাদীদ এবং অন্যান্য তাহরীকগুলোতেও অগ্রণী হয়ে অংশ নেবার চেষ্টা করি। যাহোক, তিনি আমাকেও দোয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। এটি কুরবানীরই বরকত যে, কিছুদিন পর ট্যাক্স অফিস থেকে এই মর্মে চিঠি আসে– আপনাদের কাছ থেকে আমরা যে ট্যাক্স নিয়েছি, তাতে ৫ হাজার ইউরো অতিরিক্ত নেওয়া হয়েছে; আপনারা কোনো তথ্য গোপন করেন নি, তাই আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি, আপনারা যে ট্যাক্স দিয়েছেন তার তুলনায় আপনাদের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ কম হয়, এজন্য আমরা কিছু অর্থ ফেরত দিচ্ছি। তিনি বলেন, যখন এই টাকা ফেরত আসে তখন আমরা চিন্তা করি, এটি তো আমরা আল্লাহ্ তা'লার পথে যা ব্যয় করি তারই ফল; আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন যে, টাকাটা ফেরত এসেছে। কাজেই এর ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। এজন্য তারা সেই অতিরিক্ত ৫ হাজার বা তার কিছু বেশি ইউরোর পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন।

এই ব্যবস্থাপত্রটি (পদ্ধতিটি) তাদেরও পরখ করে দেখা উচিত যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেবার বা বাঁচানোর চেষ্টা করে। প্রথমত, এটি নিজের জন্য বদনামের কারণ হয়; দ্বিতীয়ত, সরকারের সাথে প্রতারণা করা হয়; তৃতীয়ত, এতে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি রয়েছে এবং পার্থিব দিক থেকেও সম্পদে কোনো বরকত হয় না। এ থেকে বাঁচার জন্য উত্তম হলো মানুষ যেন 'কওলে সাদীদ' (সঠিক ও সোজা কথা) অবলম্বন করে এবং যা ট্যাক্স আসে তা পুরোপুরি

পরিশোধ করে, আর সরকারি দপ্তর যেন কখনো কোনো আহমদীর দিকে আঙুল তোলার বা ধরপাকড় করার সুযোগ না পায় যে, সে ট্যাক্স দেয় নি। যদি ট্যাক্স পরিশোধ করেন, সাথে আর্থিক কুরবানীও করেন এবং সরকারের পাওনাও মিটিয়ে দেন, তবে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেন এবং নিজেই যাবতীয় প্রয়োজনও পূর্ণ করে দেন। সুতরাং এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যে, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেদের কাজকর্ম ও লেনদেন সম্পন্ন করো; তোমরা যদি সৎ নিয়তে কাজ করো, তবে আমি বহুগুণ বাড়িয়ে তোমাদের প্রতিদান দেবো।

এরপর একইভাবে এক ব্যক্তি লিখেছেন, কুরবানী করার কারণে আমি বহু বছর আগের আটকে থাকা পাওনা টাকা ফিরে পেয়েছি। আর এখন আমার এই নীতি হয়ে গেছে যে, যখনই আমি কোনো কাজ পাই বা কোনো ঠিকাদারি পাই; [*তিনি একজন ঠিকাদার;*] তখন আগে চাঁদা পরিশোধ করি। একইভাবে মস্কো থেকে, মরিশাস থেকে, ভারত থেকে এবং বিভিন্ন স্থানের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যে, মানুষ কুরবানী করে এবং নিজেদের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে এসব কুরবানী করে থাকে। তাদের না থাকে সম্পদের মোহ, আর না থাকে নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি মায়া। তারা আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের ভালোবাসার খাতিরে কুরবানী করে এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে ক্রমাগত পুরস্কৃত ও ধন্য করে চলেছেন। যাহোক, এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আপনারা সবাই যেমনটি জানেন, নভেম্বর মাসের শুরুতে প্রথম জুমুআয় তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেওয়া হয়। আজ আমি এর ঘোষণা দেবো এবং এর কিছু রিপোর্টও উপস্থাপন করব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের ৯২তম বর্ষ গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং ১লা নভেম্বর থেকে ৯৩তম বর্ষ শুরু হয়ে গেছে। বিগত এই বছরে জামা'ত তাহরীকে জাদীদ খাতে ২০.২৮ মিলিয়ন (২ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার) পাউন্ড কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেছে। এটি গত বছরের তুলনায় ৭ লক্ষ ২৭ হাজার পাউন্ড বেশি। চাঁদা দাতাদের সংখ্যাতেও গত বছরের তুলনায় ৪৬ হাজার ৬১৬ জনের বৃদ্ধি ঘটেছে। আফ্রিকার অনেক দেশ রয়েছে যেখান থেকে এখনো চাঁদা দাতাদের রিপোর্ট এসে পৌঁছায় নি; তা সত্ত্বেও বেশ ভালো বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি এমন যার ফলে যোগাযোগও করা সম্ভব হয় না; যেমনটি আমি একটি উদাহরণও দিয়েছিলাম যে, তারা অত্যন্ত কষ্ট করে চাঁদা পৌঁছিয়েছেন। একইভাবে সেখান থেকে রিপোর্ট পৌঁছানোও বেশ কঠিন কাজ।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর তালিকায় রিপোর্ট অনুযায়ী গিনি-বিসাউ প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, কঙ্গো-কিনশাসা, নাইজার, তানজানিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কঙ্গো-ব্রাজাভিল এবং ক্যামেরুন।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তান ছাড়া প্রথম দশটি জামা'তের তালিকা হলো; এমনিতেও পাকিস্তানের অবস্থান এখন আর আগের মতো এতটা ওপরে নেই; যাহোক, (চাঁদা) আদায়ের দিক থেকে শীর্ষ দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। আমার মনে হয়, এবারই তারা প্রথমবারের মতো শীর্ষস্থান অধিকার করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আর তারা জার্মানির চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানি, তৃতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকা; তারাও কানাডাকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠে এসেছে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে কানাডা। পঞ্চম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত; বিশেষ কিছু কারণে আমি তাদের নাম উল্লেখ করি না। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ভারত, সপ্তম স্থানে অস্ট্রেলিয়া, অষ্টম স্থানে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে ঘানা এবং দশম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত।

মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসের দিক থেকে পরিস্থিতি বেশ কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার লোকেরা (আর্থিক) কুরবানী করছেন। প্রশাসনিক দিক থেকে যদিও নানা ধরনের জটিলতা রয়েছে, তবে আর্থিক দিক থেকে তারা ভালো অবস্থানে আছেন। তারা ভালো অর্থ উপার্জন করেন এবং সে অনুপাতে (আর্থিক) কুরবানীও করেন।

চাঁদা (প্রদানের) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী প্রথম পাঁচটি জামা'ত হলো– প্রথম স্থানে যুক্তরাজ্য, দ্বিতীয় স্থানে জার্মানি, তৃতীয় স্থানে আমেরিকা, চতুর্থ অস্ট্রেলিয়া এবং পঞ্চম স্থানে ঘানা।

আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে সামগ্রিক (চাঁদা) আদায়ের দিক থেকে ঘানা প্রথম স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে মরিশাস, তৃতীয় স্থানে নাইজেরিয়া, চতুর্থ স্থানে বুরকিনা ফাসো, পঞ্চম স্থানে সিয়েরালিওন, ষষ্ঠ স্থানে বেনিন, সপ্তম স্থানে তানজানিয়া, অষ্টম স্থানে গাম্বিয়া, নবম স্থানে লাইবেরিয়া এবং দশম স্থানে মালি। অথচ মালিতে অত্যন্ত বিরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে; সেখানে সন্ত্রাসীরা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার লোকেরা আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করেছেন।

কয়েকটি ছোটো জামা'ত রয়েছে। সামগ্রিক কুরবানীর দিক থেকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলো হলো– গিনি-বিসাউ, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, কঙ্গো-কিনশাসা, নাইজার, বাংলাদেশ, বেনিন, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, বেলজিয়াম এবং সুইডেন।

(এ খাতে) অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে যেসব দেশে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, সেগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে গিনি-কোনাক্রি। এরপর যথাক্রমে রয়েছে গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, নাইজেরিয়া, কঙ্গো-কিনশাসা, নাইজার, তানজানিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কঙ্গো-ব্রাজাভিল এবং ক্যামেরুন।

যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, যুক্তরাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তাই সর্বপ্রথম আমি তাদের জামা'তগুলোর বিবরণ তুলে ধরব, যারা এতে অংশগ্রহণ করেছে। এ বছর যুক্তরাজ্যে সদস্যদের অসাধারণ আর্থিক কুরবানীর অনেক ঘটনাও পাওয়া গেছে। যদিও আমি সেগুলো বর্ণনা করি নি; তবে এর মধ্যে এমন কিছু ঘটনা সত্যিই অসাধারণ। কেউ কেউ নিজেদের যাবতীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে, এমনকি কেউ কেউ নিজেদের বাড়ি কেনার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে (বাড়ি কেনার পরিবর্তে) চাঁদা পরিশোধ করেছেন।

যুক্তরাজ্যের প্রথম যে পাঁচটি রিজিয়ন রয়েছে তার মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর বায়তুল ফুতুহ, তারপর মসজিদ ফযল, এরপর বায়তুল এহসান এবং সবশেষে নর্থ ইস্টার্ন।

সামগ্রিক চাঁদা প্রদানের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ দশটি বড়ো জামা'তের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে অ্যাশ (Ash), উস্টার পার্ক (Worcester Park), অল্ডারশট সাউথ (Aldershot South), অল্ডারশট নর্থ (Aldershot North), ওয়ালসাল (Walsall), জিলিংহ্যাম (Gillingham), ফার্নহ্যাম সাউথ (Farnham South), ফার্নহ্যাম নর্থ (Farnham North) এবং সাউথ চিম (South Cheam)।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের ছোটো জামা'তগুলোর মাঝে রয়েছে লেমিংটন স্পা, স্পেন ভ্যালি, উইম্বলডন, কেডলি এবং নর্থ হ্যাম্পটন।

জার্মানির প্রথম যে দশটি জামা'ত রয়েছে তার মাঝে প্রথম নিডা, এরপর ওসনাব্রুক, রোডারমার্ক, রোডগাও, ফ্লোরেসহাইম, পিনেবার্গ, নিউএইড, মেহদীয়াবাদ, কোবলেনস, হ্যানোভার।

দশটি স্থানীয় ইমারত যেগুলো রয়েছে তার মাঝে প্রথম হ্যামবুর্গ, এরপর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, গ্রোস-গেরাউ, উইসবাডেন, রেডস্টেড, ডার্মস্টেড, রোজেনহেইম, ম্যানহেইম, হানাউ, মরফিল্ডেন ওয়ালডর্ফ, লম্বা নাম।

কুরবানীর দিক থেকে আমেরিকার যে দশটি জামা'ত রয়েছে তার মাঝে প্রথম নর্থ ভার্জিনিয়া, এরপর মেরিল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, নর্থ জার্সি, সিয়াটল, ডালাস, শিকাগো, বাল্টিমোর, সেন্ট্রাল জার্সি, সিলিকন ভ্যালি।

কানাডার স্থানীয় ইমারতসমূহের মাঝে প্রথম ভন, এরপর পিস ভিলেজ, ক্যালগেরি, ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, মিসিসাগা।

চাঁদা প্রদানের দিক থেকে কানাডার উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলো হলো হ্যামিল্টন মাউন্টেন, হ্যামিল্টন, এডমিন্টন ওয়েস্ট, হাদীকায়ে আহমদ, অটোয়া ওয়েস্ট, মিল্টন ওয়েস্ট, মিল্টন ইস্ট, রেজাইনা, উইনিপেগ, ফোর্ট মারে, সাডবেরি।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তানের জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম নম্বরে লাহোর, দ্বিতীয় রাবওয়া, তৃতীয় করাচি। জেলা পর্যায়ে কুরবানীর দিক থেকে ইসলামাবাদ প্রথম, (এরপর যথাক্রমে) ফয়সালাবাদ, সারগোদা, হায়াদারাবাদ, উমরকোট, মুলতান, গুজরাট, লাইয়া, লুধরা, সাহিওয়াল।

আদায়ের দিক থেকে অধিক কুরবানী করা শহরের জামা'তগুলোর মাঝে ইমারত টাউনশিপ লাহোর, ইমারত দারুয যিকর লাহোর, ইমারত আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, ইমারত বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, ইমারাত দিল্লি গেট লাহোর, ইমারত করিম নগর ফয়সালাবাদ, কোয়েটা, ইমারত মোগলপুরা লাহোর, বাহাওয়ালপুর, পেশাওয়ার।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশ হলো কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষা, কর্ণাটক, জম্মু কাশ্মির, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ।

কুরবানীর দিক থেকে প্রথম দশটি জামা'ত যেগুলো রয়েছে- প্রথম হায়দ্রাবাদ, কোয়েম্বাটুর (কোয়েম্বাটুর তামিলনাড়ুতে রয়েছে), কাদিয়ান, কালিকাট, মেলাপালায়াম, ব্যাঙ্গালোর, কেরাঙ্গ, কেরোলাই, কোলকাতা, কনোর টাউন।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন বেরউইক, মার্সডেন পার্ক, পেনরিথ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, অ্যাডিলেড ওয়েস্ট, লোগান ইস্ট, পার্থ, মেলবোর্ন ক্লাইড, মেলবোর্ন লং ওয়ারেন।

যেমনটি আমি বলেছি, তাহরীকে জাদীদের সূচনার ৯২তম বছর সমাপ্ত হয়ে ৯৩তম বছর শুরু হলো। এর মধ্যে দফতর আউয়াল (প্রথম রেজিস্টার)-এর ৯২তম বছর, দ্বিতীয় রেজিস্টারের ৮২তম বছর, তৃতীয় রেজিস্টারের ৬১তম বছর, চতুর্থ রেজিস্টারের ৪১তম বছর এবং পঞ্চম রেজিস্টারের ২২তম বছর চলছে। ষষ্ঠ রেজিস্টারের ৩য় বছর চলছে এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান সদস্য এতে শামিল হবেন, তারা ষষ্ঠ রেজিস্টারেই অন্তর্ভুক্ত হবেন। সকল জামা'ত বিষয়টি নোট করে নিন।

ধনী দেশগুলো তথা ইউরোপ এবং উন্নত দেশগুলোর চাঁদা থেকে বিশ্বের বহু দেশের খরচ নির্বাহ করা হয়। আফ্রিকায় যেসব মসজিদ ও মিশন হাউস রয়েছে, সেগুলোর পেছনে খরচ করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর সংখ্যা ৭,৬০১টি। সেগুলোর

রক্ষণাবেক্ষণ, সেখানে সমস্ত কর্মী নিয়োগ এবং তাদের ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। সেখানকার স্থানীয় আয় ততটা বেশি নয়। যদিও সেখানকার মানুষও অনেক কুরবানী করে থাকেন, তবুও খরচ পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয় না; কেন্দ্র থেকেই তা পূরণ করতে হয় এবং কেন্দ্র থেকে তাদের অনুদান পাঠানো হয়। গত বছর ১২৩টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ১৪টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। কেন্দ্র নিজ দায়িত্বে এগুলো নির্মাণ করাচ্ছে। মিশন হাউসের সংখ্যাও প্রায় ২,৪০০টি, সেখানে ১০৩টি নতুন মিশন হাউস নির্মিত হয়েছে এবং ১০টি নির্মাণাধীন রয়েছে। এগুলোও কেন্দ্রীয় খরচে পরিচালিত হয়। মোবাল্লেগের সংখ্যা ৪৮৯ জন, পক্ষান্তরে স্থানীয় আফ্রিকান মিশনারি ও মোয়াল্লেমদের সংখ্যা ২,২৭৪ জন। তাদেরও বিভিন্ন খরচ ও ভাতা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য নানা ধরনের ব্যয়ভার রয়েছে।

নুসরাত জাহাঁ স্কিমের আওতায় আফ্রিকার ১৩টি দেশে ৬২০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে, সেগুলোর অনেকগুলোতেও জামা'তের পক্ষ থেকে খরচের অর্থ পাঠানো হয়। এছাড়া হাসপাতাল এবং ক্লিনিকও রয়েছে; এক্ষেত্রে ১৪টি দেশে ৪১টি ক্লিনিক রয়েছে। ৩৫জন কেন্দ্রীয় ডাক্তার, ৫৪জন স্থানীয় ডাক্তার এবং ৭৪জন ভিজিটিং ডাক্তার সেখানে সেবা দান করছেন। বহু হাসপাতালের খরচ নিজ আয়ে মেটানো সম্ভবপর হয় না, তাই কেন্দ্র থেকে অনুদান দিতে হয়। গিনি-বিসাউয়ে আহমদীয়া ক্লিনিকের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আফ্রিকার বাসে নামক স্থানে নতুন হাসপাতাল এবং লাইবেরিয়ায় আহমদীয়া ক্লিনিক নির্মাণাধীন রয়েছে। একইভাবে কিছু পুরানো হাসপাতালের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে। নাইজেরিয়ার কানো'তে ডেন্টাল ক্লিনিক ও চিকিৎসকদের বাসভবন এবং টাকোরাডিতে আহমদীয়া হাসপাতালের পুরনো ভবনের সংস্কার কাজ চলছে। বেনিনের পরাকো ক্লিনিকের সম্প্রসারণের কাজ চলছে। তানজানিয়ার মোরোগোরোয় প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া হাসপাতালেও আগাগোড়া সংস্কার কাজ চলছে।

জামা'তের হাসপাতালগুলোতে আল্ট্রা সাউন্ড মেশিন, ডেন্টাল ইউনিট, জেনারেটর এবং বেড ইত্যাদির মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সরঞ্জাম বা ইকুইপমেন্টস প্রদান করা হচ্ছে এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী কিনে দেওয়া হচ্ছে। তারা নাইজেরিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে, যেখানে কেন্দ্রীয় জামা'ত থেকে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; এর প্রথম কিস্তি হিসেবে ৫ লক্ষ পাউন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাদের আরও খরচ বহন করা হবে। শিক্ষার পেছনে বড়ো ধরনের ব্যয় হয়ে থাকে এবং শিক্ষাবৃত্তি বা স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। তাহরীকে জাদীদের যে আয়– তা প্রায় এই সমস্ত কাজেই খরচ হয়ে যায় এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য অগণিত চাঁদার আয় একত্রিত করেও এই দেশগুলোর পেছনে ব্যয় করতে হয়।

এর পাশাপাশি ধনী ও উন্নত দেশগুলোতে যে খরচ হয়, তা সেখানকার ন্যাশনাল ও স্থানীয় জামা'তগুলো পৃথকভাবে নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করে থাকে।

যাহোক, জামা'তের অধিকাংশ সদস্যই এমন বিত্তশালী নন। তারা সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। কিন্তু তারা আত্মত্যাগ ও কুরবানী করে থাকেন যার মাধ্যমে এই পুরো ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। আমরা যদি জগতের সাথে তুলনা করি, তাহলে আমাদের এই ব্যয়ের কোনো তুলনা হয় না। কারণ সেখানে বিলিয়ন ও ট্রিলিয়ন ডলারের প্রকল্প পরিচালিত হয়। সেখানে এ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। জাগতিক কাজে ছোটো ছোটো প্রকল্পের পেছনেও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু আমরা যখন আমাদের কাজের ফলাফল প্রত্যক্ষ করি ও জগতের সামনে তুলে ধরি, তখন তারা বিস্মিত হয়ে যায়। তারা অবাক হয়ে ভাবে, এত অল্প

অর্থ দিয়ে কীভাবে আপনারা এতগুলো প্রকল্প পরিচালনা করছেন, সব খরচ বহন করছেন এবং একই সঙ্গে এত উন্নত মান বজায় রাখছেন!

একইভাবে আমাদের রেডিও স্টেশন রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রেডিও স্টেশনের সংখ্যা ২৬টি, বিশেষ করে আফ্রিকায়। এ ছাড়া এমটিএর স্টুডিও রয়েছে। গত কয়েক বছরে ছয়-সাতটি দেশে নতুন স্টুডিও নির্মিত হয়েছে, যেখান থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এসব স্টুডিওর জন্যও কেন্দ্র থেকে অনুদান পাঠানো হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো, অর্থাৎ আমেরিকান অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, বেলিজ, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, কেম্যান আইল্যান্ড, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, গায়ানা, হাইতি, হন্ডুরাস, জ্যামাইকা, পানামা, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে ইত্যাদি। এসব দেশেও এখান থেকে অনুদান পাঠানো হয়। এরপর ইউরোপের দেশগুলো রয়েছে। রাশিয়ার কিছু প্রাক্তন স্টেট ছিল– এমন কিছু দেশেও অনুদান দেওয়া হয়, যেমন কিরগিজস্তান, কাজাখস্তান ইত্যাদি। এছাড়া পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশেও এই সহায়তা দেওয়া হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রের আরও বিভিন্ন ধরনের ব্যয় রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে এসব দেশের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। আর যেসব দেশের আর্থিক সামর্থ্য কম, সেসব দেশেই প্রায় ১৭-১৮ মিলিয়নেরও বেশি অনুদান পাঠানো হয়। যদি সেখানে কোনো অতিরিক্ত প্রকল্প শুরু হয়, তাহলে তাদের আরও অতিরিক্ত অর্থ পাঠাতে হয়। নিয়মিত অনুদানের পরিমাণও প্রায় একটি তাহরীকে অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত চাঁদার সমান। আর অন্যান্য তাহরীক ও প্রকল্পের খরচও পাশাপাশি চলতে থাকে।

যাহোক, তাহরীকে জাদীদ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় চাঁদা মিলিয়েই এসব ব্যয় নির্বাহ করা হয়। আর অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল দেশগুলো নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করে। আপনারা তো জানেন, পৃথিবীর সর্বত্রই আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় তিনিই এসব অর্থের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সদস্যদের ধনসম্পদ ও জীবন-জীবিকায় অশেষ বরকত দান করুন, যারা এসব কুরবানী করছেন এবং জামা'তের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করছেন। তাদের অধিকাংশই দরিদ্র অথবা মধ্যম আয়ের মানুষ, কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে কুরবানীর অসাধারণ স্পৃহা। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, মানুষ যেভাবে কুরবানী করছে, তা দেখে আমি বিস্মিত হই।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)